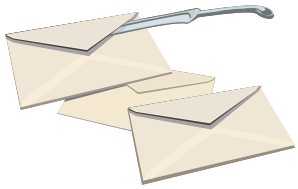

কোরবানি এবং আমরা

কোরবানি ঈদে ত্যাগের শাশ্বত আদর্শই প্রতিষ্ঠা হয়। অন্তত সে রকমই হবার কথা। কিন্তু অন্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেশি দামে কোরবানির পশু কেনার মধ্যে কী সেই আদর্শের প্রতিফলন ঘটে? এবার ঈদের আগে দেখলাম একটি গরুর দাম হাঁকা হয়েছে ১৫ লাখ টাকা। দু'জন ব্যবসায়ী সেই গরুর জন্য দাম দিয়েছেন ১০ লাখ। ভাবতে অবাক লাগে, এই দেশেই কি না খাদ্যাভাবে মানুষের মৃত্যু ঘটে! শীতে মানুষ কষ্ট পায়! অথচ এভাবে গরু কেনার প্রতিযোগিতা না দিয়ে আমরা সহজেই পারতাম গরিব-দুঃখী মানুষগুলোকে সাহায্য করতে। তাদের কষ্ট কমাতে। ধর্মে বলা হয়েছে, আল্লাহর কাছে কোরবানির পশুর রক্ত কিংবা মাংস পৌঁছবে না। পৌঁছাবে মানুষের নিয়ত তথা সদিচ্ছা। কাজেই দামের প্রতিযোগিতায় জয়ী হবার বাসনায় যারা কোরবানি করেছেন তাদের কোরবানি আদৌ কবুল হবে কি না, সেই প্রশ্ন থেকেই যায়।

বুলবুল, সাভার, ঢাকা

প্রসঙ্গ ঃ নারী মুক্তি

ইদানীং নারী সংগঠনসহ বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক- পেশাজীবী সংগঠন নারী স্বাধীনতা তথা নারী মুক্তির ব্যাপার সোচ্চার হয়ে উঠেছে। তারা বিভিন্ন সময় সভা, সমাবেশ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, লিফলেট, পোস্টার, হ্যান্ডবিল, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, নাটক, সিনেমা ইত্যাদির মাধ্যমে নারী অধিকার তথা নারী মুক্তির ব্যাপারে আপামর নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করে চলেছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, নারী মুক্তির ব্যাপারে তাদের স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই। তারা নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য নিরসন কনভেনশনের আলোকে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট রয়েছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এক্ষেত্রেও তারা পুরোপুরি সচেতন নয়। আসলে কি তাদের এ সমাজ মুক্তি দিয়েছে? যে সমাজ তাদের পণ্য বানিয়ে বাণিজ্য করছে, অবরুদ্ধ রেখে শোষণ করছে, নিজেদের খেলার পুতুলে পরিণত করে রেখেছে, সে সমাজে তারা স্বাধীন! হায়রে সচেতনতা। তারা বন্দি থেকে থেকে মুক্তির যে কি স্বাদ তা ভুলে গেছে। তারা ভুলে গেছে মুক্তির কি বৈশিষ্ট্য, মুক্তির কি আনন্দ। তারা ভুলে গেছে তারা পুণ্য নয় মানুষ, তাদের মর্যাদা আছে, তাদের একটা নিজস্ব পরিচয় আছে। তারা বোঝে না নারী মুক্তি হলো- নারী ও পুরুষের সম অধিকার অর্জন। যা তার পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র থেকে সর্বত্র। যা কারো করুনা নয়, তার জন্মগত অধিকার।

সেদিন তাদের মুক্তি আসবে- যেদিন তারা স্বাবলম্বী হবে। যেদিন তারা সংসারের দায়িত্ব পুরুষের সঙ্গে সমভাবে গ্রহণ করতে পারবে। যেদিন তারা দেখবে তার সংসার গড়ে উঠেছে স্বামী ও স্ত্রীর সমমর্যাদা বোধের উপর ভিত্তি করে। সংসারের কেউ কারো প্রভু নয়, দু'জন দু'জনের সহযোগী হিসাবে মর্যাদা পাচ্ছে। সমাজে মানুষের জন্য গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে পারছে। তাই তাদের সকলকে সমাজের সকল প্রকার বাধা বৈষম্য পায়ে দলে পুরুষদের পাশে নিয়ে উন্নত সাংস্কৃতিক চর্চা ও মননশীলতার বিকাশ ঘটিয়ে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার মাধ্যমে নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হতে হবে এবং দৃঢ়কণ্ঠে উচ্চারণ করে সবাইকে জানিয়ে দিতে হবে- 'আমরা নারী নই, আমরা মানুষ'।

শাহানূর ইসলাম সৈকত
saikotlaw@yahoo.com

সা ফ ল্য না প্রা য় শ্চি ত্ত

জমির স্ফটিকস্বচ্ছ পানিতে মাছ ছেড়ে আবার তাকে ধরে ফেলা, ছোটবেলায় আমাদের অন্যতম প্রিয়খেলা। পরিণত বয়সী জোটসরকারও জঙ্গিদের নিয়ে এহেন মরণঘাতী ছেলেখেলায় মেতেছিল। তাদের প্রত্যক্ষ মদদে, আশ্রয়ে প্রশ্রয়েই বেড়ে ওঠেছে শায়খ, মুফতী, আল্লামা বাংলাভাই প্রজাতির এসব ফ্রাংকেনস্টাইন দানব কুল।

বর্তমানে সারাদেশ থেকে আত্মঘাতী জঙ্গি, শুরা সদস্য, নেতা, উপনেতাদের গ্রেপ্তার সব তাদের মজুতকৃত বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ উদ্ধার করছে। স্মর্তব্য যে, এই নারকীয় পরিস্থিতি একদিনে সৃষ্টি করা হয়নি। মেদবহুল গন্ডার জোট সরকার এটাকে তাদের বিশাল সাফল্য (?) বলে প্রচার করছে। কিন্তু এটা তাদের সাফল্য না প্রায়শ্চিত্ত তার সিদ্ধান্ত এদেশের শান্তিপ্রিয় নিরীহ জনতার। সাফল্য বা ব্যর্থতা কাজের পরিণতি আর প্রায়শ্চিত-পাপের। সারাদেশে ভয়াবহ বোমাতান্ডবে যারা তাদের প্রিয় স্বজনদের হারিয়েছেন, আমরা জানি না কতটা প্রায়শ্চিত্তে তাদের বুকের ক্ষত শুকোবে। কত টাকার বিনিময়ে জগন্নাথের নিষ্পাপ মেয়েটি ফিরে পাবে তার বাবাকে, সোহেলের স্ত্রী তার স্বামীকে।

বেলাল বাঙালি, n net@dhaka.net

মোবাইলে বিড়ম্বনা

ঈদে প্রিয়জনদের সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে অনেকেই বেছে নিয়েছিলেন মোবাইলকে। এসএমএস, এমএমএস এবং কল করে ঈদ মোবারক জানিয়েছেন, খোঁজখবর নিয়েছেন। কিন্তু মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলোর গাফিলতির কারণে ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে অনেক গ্রাহককে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, সিটিসেলের গ্রাহক সেবা ছিল চূড়ান্ত বিরক্তিকর। ঈদের আগে প্রি- পেইড কার্ড রিচার্জ করলে হ্রাসকৃত রেটে কথা বলার যে বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছিল পত্রিকায়, তা বাস্তবে হয়নি। পুরো টাকাই কাটা গেছে। এমনকি ২৫টি এসএমএস ফ্রি দেয়ার কথা বলা হলেও কার্যত তা হয়নি। এছাড়া গ্রামীণ, একটেলের নেটওয়ার্ক ব্যস্ত থেকেছে সব সময়। এসএমএস পৌঁছেনি বা পাঠানো যায়নি। এছাড়া কথা বলতে বলতে লাইন কেটে গেছে সর্বক্ষণ। এই যদি হয় মোবাইল কোম্পানিগুলোর গ্রাহক সেবার নমুনা, তাহলে আমরা কী করব?

আরিফ খান, আদাবর, ঢাকা

থার্টি ফার্স্ট নাইট

কত আনন্দ আর উৎসবের মাধ্যমে ২০০৫ কে বিদায় জানিয়ে ২০০৬ কে স্বাগত জানালো সারাবিশ্বের মানুষ! কত রকমের উৎফুল্লতার প্রস্তুতি টোকিও, লন্ডন কিংবা নিউইয়র্কে।

অথচ বিশ্বজুড়ে নারী পুরুষ যখন আনন্দে আত্মহারা, ২০০৬কে বরণ করে নিতে বিশ্ব যখন উৎসবরত তখন চট্টগ্রাম শহর যেন মৃত্যুপুরী। মনে হলে চট্টগ্রাম শহরে কার্ফ্যু জারী করা হয়েছে, যুদ্ধ পরবর্তী নিস্তব্ধতা রাত ৮টার পর অলিগলির পান-বিড়ির দোকান পর্যন্ত বন্ধ। রাস্তা ঘাটে মানুষ জন নেই। তরুণ-তরুণী তো দূরে থাক। ফুলের দোকানদার কত রকমের ফুলের পসরা সাজিয়ে বসে আছে। কিন্তু কিনবে কে? রাস্তায় তো ভূতও

শ্রদ্ধাঞ্জলি : শাহাদত চৌধুরী

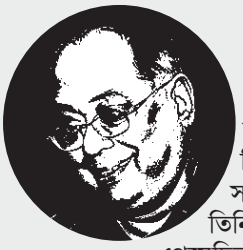

১৯৭১ সালের গেরিলাযুদ্ধ থেকে শুরু করে বাংলাদেশ হওয়ার পর বহু নতুন চিন্তার উদ্ভাবক শাহাদত চৌধুরী। সাপ্তাহিক বিচিত্রার অনুসন্ধানী রিপোর্ট তিনিই শুরু করেন। ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল বিচিত্রা- পাঠককে জানার আগ্রহ করেছিল প্রবল। পত্রিকাটি সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টির নজির স্থাপন করেছিল।

একসময় ইত্তেফাক গ্রুপের সাপ্তাহিক রোববার বিচিত্রা'র সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল (১৯৮০-৮৫ সাল) তারপরও দেখতাম আমাদের টাঙ্গাইল শহরে বিচিত্রা চলত ৩০০ থেকে ৪০০ কপি আর রোববার চলত মাত্র ৫০ কপির মতো।

সাপ্তাহিক ২০০০ এর সফলতাও শাহাদত চৌধুরীর উদ্ভাবনী চিন্তার পরিচায়ক। সবচেয়ে দায়িত্বপূর্ণ কাজটি তিনি করেছেন রাজাকার মৌলবাদের বিরুদ্ধে তার বিরত্বপূর্ণ অবস্থান। হে বীর মুক্তিযোদ্ধা স্মরণ করি তোমায়- চিরকাল স্মরণে রাখব। আপনি অনেক ভালো করে গেছেন। ভালো করে ক'জনে মরতে পারে?

রতন বসাক, সুরুজ, টাঙ্গাইল

২. মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিক প্রয়াত শাহাদত চৌধুরীর সঙ্গে আমার পরিচয় না থাকলেও আমি তার অকল্পনীয় ভক্ত ও শুভাকাঙ্ক্ষী। তাঁর সম্পাদিত সাপ্তাহিক বিচিত্রা, সাপ্তাহিক ২০০০ এবং পাক্ষিক আনন্দধারার আমি নিয়মিত পাঠক ছিলাম এখনও আছি। তাঁর সম্পাদনার মধ্যেও সুন্দর সুষ্ঠু পরিমিতিবোধটা লক্ষ্য করা যায়। আমি তাঁর সঙ্গে আলাপ করব ঢাকায় এসে যোগাযোগ করে উনার সান্নিধ্যে কিছু সময় কাটাব সেই স্বপ্ন দীর্ঘদিন থেকে লালিত করে আসছি। উনার মত একজন সৎ নিষ্ঠাবান প্রথিতযশা সাংবাদিক ও লেখক আমার খুবই প্রিয়। কিন্তু উনার সঙ্গে আলাপ সংলাপ দেখা করা, কথা বলা আর হলো না। তিনি যে হঠাৎ চলে যাবেন কোনদিন ভাবিনি। তাঁর লেখা ও অন্যান্য বিষয় আমাকে খুবই অনুপ্রাণিত করত। কিন্তু আজ যাব, আগামীকাল যাব বলে চট্টগ্রাম থেকে কয়েক দিনের সফরে গিয়ে আমার প্রিয় সম্পাদক প্রয়াত শাহাদত চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করব। তা আর হলো না। আর কোনদিনই সম্ভব হবে না ওনার সঙ্গে দেখা করার। আমার স্বপ্ন স্বপ্নেই থেকে গেল। যখন শুনলাম শাহাদত চৌধুরী আর নেই। তখন বেশ কয়েকমিনিট স্তব্ধ হয়ে থাকলাম। আমার জীবনে আর কখনও শাহাদত চৌধুরীর মত লোকের দেখা মিলবে না। ভাবতেই বুকের ভেতর কেমন যেন করে ওঠে। মনে মনে দুচোখে এমনিতেই জল চলে আসে। আহ! কেন যে আমি অবহেলা করলাম বুঝতে পারিনি। মানুষের জীবন কেন এত ছোট হয়? তাঁর এরকম হঠাৎ চলে যাওয়ায় দেশ একজন নির্ভীক, সৎ ও সাহসী সাংবাদিককে হারাল। উনার শূন্যস্থান কখনও পূরণ হবার নয়। আমি আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও মাগফেরাত কামনা করছি। তিনি ছিলেন আমাদের অভিভাবক ও একজন শিক্ষকের মত। যদিও শাহাদত ভাইয়ের সঙ্গে আমার কোনদিন আলাপ হয়নি। তবুও কেন যেন আমি উনার সম্পাদিত প্রতিটি পত্রিকা মনোযোগ সহকারে পড়তাম।

পত্রিকায় লেখা পড়ে ও টেলিভিশনে উনাকে দেখে সবময় ভাবতাম সাপ্তাহিক ২০০০ অফিসে গিয়ে দেখা করি। কিন্তু তা আর হলো না। তবে তিনি রেখে গেছেন অসংখ্যা কলম সৈনিক। তাঁর নাম এই দেশ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে এবং ভক্তিভরে স্মরণ করবে। শ্রদ্বেয় শাহাদত চৌধুরীর হঠাৎ এ পরিগমন আমাকে ভীষণ আহত ও মর্মাহত করেছে। এত কম বয়সে চলে যাওয়া আমার অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। আমার মনে হয় সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আধুনিকতার সংমিশ্রণের সঠিক পত্রিকা বের করার ক্ষেত্রে শাহাদত চৌধুরীর চেয়ে উপরে কেউ ছিল না। শাহাদত ভাইয়ের বিদেহী আত্মা শান্তিতে থাক, এই কামনা করি।

শওকত ওসমান
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

নেই।

পুরো শহর জুড়ে পুলিশ আর র‍্যাবের মারমুখী পদচারণা। তাদের তৎপরতা দেখে রাত ১০টার পর চট্টগ্রাম শহরে ভয়ে কোনো সাধারণ মানুষ রাস্তায় বের হয়নি। মাইকিং করে পুলিশ বাহিনী রাত ৮টার পর সবাইকে ঘরে চলে আবার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু কেন? কেন নাগরিকদের আনন্দ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হলো ?

যেখানে সারা বিশ্বের মানুষ আনন্দ করছে সেখানে চট্টগ্রামের মানুষকে ভীতিকর পরিস্থিতিতে রাত ৮টার পর এক প্রকার কার্ফ্যু পরিস্থিতি সৃষ্টি করে ঘরে ঢুকিয়ে দেয়া হল। পুলিশ বা নিরাপত্তা বাহিনী নিরাত্তার অজুহাতে লাখ লাখ মানুষের আনন্দে বাধা সৃষ্টি করল কেন? কেন আনন্দের রাত হল বিষাদ আর ক্ষোভের? সরকার বা সরকারের নিরাপত্তা বাহিনী যদি মানুষের আনন্দ করার নিশ্চয়তা বা নিরাপত্তা দিতে না পারে, উল্টো সকল নাগরিককে জোরপূর্বক গৃহে আবদ্ধ করে রাখে তাহলে এদের নাগরিকদের টাকায় পুষে কি লাভ?

টি আর খান তাহিম
আইব্রক, হালিশহর, চট্টগ্রাম

স্ন্যাপ শট : জীবনের খন্ডচিত্র

রাস্তায় হাটছেন। হঠাৎ কোন দৃশ্য– ছিনতাই, সড়ক দুর্ঘটনা, অগ্নিকান্ড কিংবা মালা হাতে এক পথশিশুর ছুটে চলা। দৃশ্য যেমনি হোক– ক্যামেরা ফোন কিংবা ডিজিটালক্যামে ছবিটি তুলে ফেলুন। পাঠিয়ে দিন আমাদের ঠিকানায়। আপনার পাঠানো ছবি এবং তথ্য নিয়ে সাজানো হবে স্ন্যাপ শট বিভাগ। এ বিভাগে পাঠক-ই রিপোর্টার। আপনার ছবি সাক্ষী হতে পারে কোন ঘটনার। লন্ডনের বোমা হামলার পর ঠিক তাই হয়েছিল। মোবাইল ক্যামেরায় তোলা ছবি প্রচারিত হয়েছিল বিশ্ব গণমাধ্যমে। ছবি যেকোন ফরম্যাটের হতে পারে। পাঠাতে পারেন ইমেইলে, ডাকে কিংবা অফিসে সরাসরি এসে। ছবির সাথে ক্যাপশন, ঘটনার তারিখ, সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং আপনার পূর্ণ নাম ঠিকানা লিখুন। পাঠানো ছবি এবং তথ্যের নিউজ ভ্যালু থাকতে হবে। ঘটনা হবে সমসাময়িক।

ছবি পাঠাবেন যে ঠিকানায়
স্ন্যাপ শট
সাপ্তাহিক ২০০০
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০। ই-মেইল:info@shaptahik2000.com